দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

৫৩

কৃষি পাঠাগার চাই

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ খুবই ক্ষুদ্র স্থান দখল করে রাখলেও হেক্টরপ্রতি জনসংখ্যার দিক থেকে এ দেশের স্থান সর্বোচ্চ। অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দ্রুতগতিতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান জমিতে দ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি চাহিদা মিটিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা বর্তমানে স্বপ্নের মতো মনে হলেও উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির এ যুগে একে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই।

আমাদের আছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্তিকা সম্পদ। অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছা ব্যবহারে এ শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটা ইতোমধ্যেই ক্ষুণ্ন হয়েছে। যা হারিয়ে গেছে তা উদ্ধার করে শ্রেষ্ঠত্বের মাত্রা আরও বাড়ান ছাড়া কোন গত্যন্তর আমাদের সামনে নেই। এ জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার। এ কাজ কেবল কৃষিজীবী বা কৃষি বিভাগেরই নয়, দায়িত্ব সর্বস্তরের জনগণের। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্তমান যুগ উন্নত প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটছে। ক্রমহ্রাসমান জমিতে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য কৃষির এসব প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষিজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কৃষি বিষয়ক বইপত্র, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে এই জ্ঞানের প্রসার ঘটতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি পাঠাগার এ ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমরা মনে করি।

কৃষি পাঠাগারে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, ভূমি শিক্ষা, পরিবেশ ও বন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়নসহ জাতি গঠন ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা থাকবে। এ পাঠাগারে কৃষি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক ছবি, পোস্টার, ক্লিপচার্ট, বিভিন্ন প্রযুক্তির তুলনামূলক তথ্য, পরিসংখ্যান এবং কৃষি বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কৃষি পাঠাগারকে একটি অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষাপটে থানা কৃষি পাঠাগার ছাত্রছাত্রীদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষকও সরাসরি উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

এমতাবস্থায় দেশের সকল থানায় কৃষি পাঠাগার স্থাপনের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রতিটি থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে কমবেশি কৃষি বিষয়ক বইপত্র, লিফলেট, পোস্টার, ফোল্ডার, ক্লিপচার্ট, ব্যানার ইত্যাদি রয়েছে। কোন কোন থানায়, এমনকি ওভারহেড/স্লাইড প্রজেক্টর ও সিনেমা স্লাইড রয়েছে। এগুলো নিয়েই প্রাথমিকভাবে থানা কৃষি পাঠাগারের কাজ শুরু করা যেতে পারে। থানা কৃষি পাঠাগারের জন্য কৃষি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এবং থানা বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। থানা কৃষি অফিসের জুনিয়র সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে থানা কৃষি পাঠাগারের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
থানা কৃষি অফিসার
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা